দৈনিক খবর

তারিখ ... 15 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

কালিয়াকৈরের অনগ্রসর ৭টি গ্রামঃ

৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ।। সমাজসেবীরা উদাসীন

ডাওয়ালগড় (গাইবান্ধা), ১৩ই জুন (সংবাদদাতা)।– কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর ইউনিয়নের বড়ইবাড়ী, মজলিসপাড়া, কোন্দাঘাটা, ডাকুরাই, জেলেপাড়া, কালিয়াদহ এ ৬টি গ্রামের ৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হচ্ছে। একটি মাত্র সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাবে। কারণ বড়ইবাড়ী তুরাগ নদীর অপর পাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরত্বে বাঁশতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কোন্দাঘাটা থেকে পিপড়াছিট প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এ ছাড়া মেদী আসুলাই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও ৫ কিলোমিটার দূরত্বে সুতরাং এ সকল শিশু বরাবরই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যে সকল শিশুরা ঐ সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অথবা মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে গিয়ে স্কুলে পড়াশোনা করছেন। বড়ইবাড়ী হাটখোলায় যদি একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তবে এ ৫ হাজার শিশু পড়াশোনার সুযোগ পাবে। এ সকল শিশুর তো কোন অপরাধ নেই যে, তারা পড়াশোনা করতে পারবে না। বড়ই [illegible] প্রতিদিনই কান্না করে অথচ স্কুল অনেক দূরে বিধায় স্কুলে পাঠাতে পারছে না। অথচ সিরাজ সিকদারের পিতা ও দাদা একটি স্বনামধন্য হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা যে স্কুলটি ১৯৪৯ সালে স্থাপিত হয়েছে। বড়ইবাড়ী হাটখোলায় একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হলে ৭টি গ্রামের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। এ শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে এলাকায় বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি হবে। তাই এলাকায় যে সকল সমাজসেবী রয়েছেন এদের একান্তই দরকার এখানে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই বড়ই বাড়ী গ্রামের অধ্যাপক খলিলুর রহমান একজন সমাজসেবী তার অপর ভাই আমেরিকায় বড় ডাক্তার, আরেক ভাই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। অথচ তাদের ছেলেমেয়েরাই দূরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পড়াশোনা করছে। তাই এ সকল লোকদের স্কুল করার উদ্যোগ নেয়া একান্তই প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।